মেলবোর্নে জীবনানন্দ স্মরণে অনুষ্ঠান

নিসর্গের ‘চিত্রকল্প’ নির্মানের স্বপ্নে আচ্ছন্ন ‘নির্জনতার কবি’ জীবনানন্দের প্রয়াণদিবস ছিল ২২শে অক্টোবর। সেদিনটিকে মনে রেখে মেলবোর্নে আবৃত্তি সংগঠন ‘কথক’ কবি জীবনানন্দের স্মরণসন্ধ্যার আয়োজন করে ১৮ই নভেম্বর। শংকা ছিল যে সংগঠক, আবৃত্তিকার ও আলোচক ছাড়া কাউকে হয়তো দেখা যাবেনা। আনন্দের কথা হল শহরের একপ্রান্তে লাইব্রেরী(যা গতানুগতিক অনুষ্ঠান স্থল নয়) কক্ষটি জীবননানন্দ কবিতাভক্তের উপস্থিতিতে পূর্ণই ছিল।
দেখে মনে পড়লো তরুণ এক কবির কবিতার লাইন

‘জীবনানন্দ পড়ি জীবন আনন্দে মরি’।

আলোচনা মূলতঃ স্বল্প কথায় উপস্থাপিত হয়েছে নিম্ন বিষয়ে

ক: কবিজীবনী,
খ:কবিতার মাঝ দিয়ে কবিকে অনুভব,(ইংরেজীতে)
গ:জীবনানন্দের কাব্য পর্যায় ও বিষয়বৈচিত্র্য,
ঘ:সমসাময়িক অন্য পঞ্চকবির তুলনায় জীবনানন্দের শক্তি ও ব্যপ্তি’,
ঙ:কবির কাব্যে প্রকৃতি ও প্রেমবোধ,
চ:‘জীবনানন্দের কাব্যে পরাবাস্তবতা’।

আবৃত্তি করা হয়েছে সুন্দর একগুচ্ছ কবিতা। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রজাপতি রায়ের কণ্ঠে জীবনানন্দের ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতায় সুরারোপিত গান দিয়ে।

জীবনানন্দ আত্মমগ্ন, প্রকৃতিপ্রেমিক কবি বলে বহুল পরিচিত হলেও ঐ সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনা থেকে বের হয়ে আসলো পারিপার্শ্বিক জগত ও জীবন সম্পর্কে জীবনানন্দের কাব্যিক পর্যবেক্ষন। একবক্তা তুলে ধরলেন মুসলমানের আজানের ধ্বনির সাথে হিন্দুর আহ্নিক ঘনায় এমন লাইনও রয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে।

সংস্কৃতিপ্রেমী ছবিআপা বললেন ‘ভাবতে ভাল লাগছে যে মেলবোর্নে একটি আবৃত্তিসংগঠনও গড়ে উঠেছে’। তখন মনে হল মেলবোর্ন নানাবিষয়ে এখন ঋদ্ধ। রবীন্দ্র-নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্তের দেশ ও মানবিকতার গান ও কবিতা নিয়েই একটি অনুষ্ঠান হতে পারে মেলবোর্নে। সাংস্কৃতিক সম্পদেরতো অভাব নাই।

চমৎকার ছিল ‘কথক’ শারমিন হকের আঁকা জীবনানন্দের যে প্রতিকৃতিটি টাঙ্গিয়েছিল।

আবৃত্তিকার ছিলেন ভারতী চক্রবর্তী, শুভ্র শাসুদ্দোহা, খাদিজা বীথি, জাকিরুল হায়দার বাবু, নাহিদ খান, লুৎফর রহমান খান ও জাকারিয়া ধ্রুব।

আলোচক ছিলেন আবিদ রহমান, লুৎফর রহমান খান, দিলরুবা শাহানা, ভারতী চক্রবর্তী ও শুভ্র শামসুদ্দোহ।
ইংজৌতে ম্যারিয়ন ম্যাডের্ন তুলে ধরেন "Impression of Jeebananondo Das through translation of some of his poems" যা ভাষা নির্বিশেষে মানুষের মাঝে জীবনানন্দের ব্যপ্তি তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন জাকারিয়া ধ্রুব, মনোজ কুমার, শিপু, ওয়াসিম আতিক ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে নাফিসা শিলা।
ম্যারিয়নের অনূদিত জীবনানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতার ইংরেজীরূপের অংশবিশেষ

I have seen Bengal's face

I seek no further for earth's beauty, for I have seen Bengal's face:
Waking and rising in the darkness, when I look I can see
Under one of the big, umbrella-like leaves of fig-tree
The dawn swallows perched; gazing, I can see all around me
The foliage domes of the trees- jam, bat, kathal and hijal-all
Silent, their shadows lying on cactus and zedory…

Translated by Marian Maddern